কলকাতা, তুমি কার

এখান থেকে শোনা যায় না
ঝাউপাতার শন্‌শন্‌ শব্দ।
এখান থেকে দেখা যায় না
কোনো উড়ন্ত শঙ্খচিল।
অনেক রাতে নিঝুম অন্ধকারে
জানালার কাছে দাঁড়ালে দেখা যায়—
নক্ষত্রখচিত আকাশের কয়েকটা টুকরো
ঝুরো ঝুরো হয়ে নামতে নামতে
হঠাৎ কোথায় হারিয়ে যায়
কখনো কখনো আকাশের
দু'এক ফোঁটা অশ্রুবিন্দু
বুকে তুলে নেয় ছোট্ট পৃথিবী।
এখানে অঝোর ধারায় কাঁদতে গিয়ে
আকাশের চোখ হয়েছে শুকনো,
প্রকৃতি হয়েছে বড় রিক্ত।
এখানকার বাতাসও যেন
হৃদয়কে ঠিক ছুঁতে পারে না।
শুধু যখন দিগন্তের রবি
পৃথিবীকে সোনা দিয়ে মুড়ে
প্রকৃতির মায়া কাটিয়ে সীমান্তের দিকে অগ্রসর হয়,
তখন হঠাৎ বড়ো সীমানা ছাড়াতে ইচ্ছা হয়।
সেই মুহূর্তের রঙ নিয়ে
কলকাতা, তুমি কি এখনও বেঁচে আছো?
তোমার প্রাণ কি লুকিয়ে রেখেছো
শুধু ওই সোনালী রঙের মেঘলা বিকেলের জন্য?
তুমি কি শুধুই সূর্যাবর্তের,
আমাদের নও?

বন্ধু, তোমায় (২)

বন্ধু তোমায় খুঁজতে গিয়ে সকাল গড়িয়ে বিকেল হল;
বন্ধু যদিও ভুলেই গেছ, কিন্তু আজও বাসি ভালো।
বন্ধু এখানে তীব্র জ্বালা— বুকের মধ্যে আগুন জ্বলে,
বন্ধু তোমার অভাবে মন অপূর্ণতার দোলায় দোলে।
বন্ধু কেন এমন হল, হঠাৎ কেন হারিয়ে গেলে?
বন্ধু মনে থাকবে সেদিন, যেদিন আমার সঙ্গে ছিলে।
বন্ধু আরও যন্ত্রণা দাও— যন্ত্রণা পান করব আমি,
বন্ধু তোমার জন্য এখন এখানে সময় আছে থামি।
বন্ধু তুমি যাবার পরে স্বপ্ন নিয়ে একাই থাকি,
বন্ধু কোন্‌ অসীমে যাবার ডাক দেয় দিগন্তের পাখি।
বন্ধু অনেক হাসি, স্বপ্ন আর আনন্দের অবসানে
বন্ধু কেন হঠাৎ জীবন বিষণ্ণতা মনে আনে?
জানি আজ আর অনুভব নেই, তুবও বলি একটা কথা—
বন্ধু তোমায় থাকবে মনে, থাকবে এসব আবেগ, ব্যথা।
বন্ধু যদি জীবন কভু আবার আনে কাছাকাছি,
ভেবো এসব স্বপ্ন ছিল, আমরা তো সেই পাশেই আছি।

তারপর

নীলের নেশায় মেলে দিলাম ডানা-
আর যা ছিল, কবির কল্পনা।
দূরের থেকে দূর পেয়েছি ছুঁতে
স্বপ্নের মেঘ এলো যখন হাতে।
মাঠের পরে ক্ষেতের পরে নদী–
উদাসী মন খেই হারায় যদি,
আবার আমি রঙিন বিকেল হবো,
চুপি চুপি তোমার কাছে যাবো–
বলো, আছি মনের কাছাকাছি,
দূরে থেকেও দূরে কি আর বাঁচি?
দুহাত ভ'রে আবির দেব রাঙা,
জানবে সেই পাখিটা, ঘুমভাঙা
ভোরটিতে যে মেলবে নতুন ডানা,
তারপরে যা, কবির কল্পনা।